‘তাল গাছ, ...গাছ সবই এখন আপনাদের’

৬ মার্চ প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগসহ ৬টি রাজনৈতিক দল সকাল-সন্ধ্যা হরতাল ডাকে। আগের হরতালগুলোতে পুলিশি এ্যাকশনের কারণে সর্বত্র ছিল টান টান উত্তেজনা ... লিখেছেন **বদরুদ্দোজা বাবু**
ছবি **আনোয়ার মজুমদার**

সকাল ৮.৩০ : রিকশার আরোহীদের কিছুটা ভীতই মনে হচ্ছে। তাকাচ্ছে চারপাশে। হারতালের সময় এত পুলিশ দেখে ভড়কে যাবারই কথা! রাসেল স্কোয়ারের চারপাশ জুড়ে পুলিশের শক্ত অবস্থান। সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছে। একপাশে জলকামানও দাঁড়িয়ে। ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রাস্তায় পুলিশের সতর্কতা একটু বেশি। ৩২ নম্বর দিয়ে যাওয়া সবাইকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। রিকশা থেকে নামিয়ে প্রথম মুখে, তারপর হাত দিয়ে তল্লাশি নিচ্ছে। পথচারীরাও বাদ পড়েন না। পিকেটাররা এখনো এসে পৌঁছেনি। তবে একজন কনস্টেবলকে প্রশ্ন করে জানা গেল, তারা এসেছে ভোর ৫টায়। অবশ্য কিছুসংখ্যক পুলিশ এসেছে গতকাল রাতে।

রাসেল স্কোয়ারের এক পাশে ঘটনার সন্ধানে অপেক্ষারত ফটো সাংবাদিকরা। পুলিশসহ সবারই চোখ রাস্তার দিকে। তবে তা

কোনোভাবেই স্বাভাবিক দিনের মতো নয়।

৯.০০ : পুরানা পল্টন মোড়ে রিকশা চলছে। নিয়মিত বিরতিতে বাসও যাচ্ছে। রাস্তার চারপাশেই পুলিশ আছে। নেতা-কর্মীদের কাউকেই দেখা যাচ্ছে না।

বঙ্গবন্ধু এভিনিউ। আওয়ামী লীগের প্রধান কার্যালয়। অফিসের সামনে পুলিশ নেই। তবে এভিনিউর দু'পাশে পুলিশ। রাস্তার দু'পাশেই ব্যারিকেড। স্টেডিয়াম, পীর ইয়েমেনি মার্কেট- দুই দিক দিয়ে দেয়া হয়েছে কাঁটাতারের ব্যারিকেড। মানুষ যাবার পর্যন্ত জায়গা নেই। ব্যারিকেডের দুই কোনায় পুলিশ দাঁড়িয়ে। সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই কনস্টেবলের প্রশ্ন...

: কই যাবেন?

: আওয়ামী লীগ অফিসে...

: কেন?

: সাংবাদিক।

: ও... আচ্ছা।

প্রশ্ন সবাইকেই করে। তবে সাংবাদিক ছাড়া কাউকেই এভিনিউর ভেতরে ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না।

কয়েকজন দাঁড়িয়ে। এরা সাধারণ কর্মী। নেতারা এখনো আসেননি। সোলায়মান নামে একজনকে ডাক দিলাম। তিনি এসেছেন লালবাগ থেকে। আওয়ামী লীগের সক্রিয় কর্মী...

: কি মিছিল হবে না?

: কইতে পারি না। নেতারা করলে করমু।

: পুলিশ তো আজকে পিটাইতে পারে...

: কি আর করা, খাইতে হইবো। মাইর কপালে থাকলে ঠেকায় কে?

ফটো সাংবাদিক যে দুই-একজন বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে বসে ছিলেন, তারা ছুটছেন পুরানা পল্টনের দিকে। ঐ দিক থেকে মিছিল আসছে... এমন খবর পেয়েছেন তারা। আমরাও ছুটলাম সেদিকে।

১০.১৫ : সচিবালয়ের সামনে আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতা-কর্মী। তবে কর্মীদের তুলনায় নেতার সংখ্যাই বেশি। বাঘা বাঘা নেতারা হরতালের সমর্থনে রাস্তায় নেমেছেন। বেশির ভাগই সাবেক মন্ত্রী। পানিসম্পদ মন্ত্রী, শিল্পমন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রী, খাদ্যমন্ত্রী.... এমনকি সে সময়কার দোর্দন্ড প্রতাপের সংসদ সদস্যরা এখানে দাঁড়িয়ে। রাস্তার পাশে বক্তৃতা দিচ্ছেন আমির হোসেন আমু। পাশে দাঁড়িয়ে আব্দুর রাজ্জাক, আখতারুজ্জামান, হাজি সেলিম। তারা সবাই দাঁড়িয়েছেন রাস্তার পাশের রেলিংয়ের ওপরে। নিচে দাঁড়িয়ে তোফায়েল আহমেদ, অধ্যাপিকা নাজমা রহমান, মহীউদ্দীন খান আলমগীরসহ হাতে গোনা কয়েকজন নেতা-কর্মী। হরতালের সপক্ষে যুক্তি দেখাচ্ছেন আমু। কে শুনছে তার বক্তৃতা এ প্রশ্ন পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া যে কারো মনে আসতে পারে। এই কয়েকজন নেতা-কর্মীকে ঘিরে রেখেছে পুলিশ। দেখে মনে হচ্ছে এখনই

পুলিশি বাধার মুখে আসাদুজ্জামান নূর ও তোফায়েল আহমেদ

অ্যাকশনে যাবে। নেতা-কর্মীদের দেখেও কিছুটা শঙ্কিত মনে হচ্ছে। বেশির ভাগেরই দৃষ্টি পুলিশের দিকে।

এই নেতারা বঙ্গবন্ধু এভিনিউর প্রধান কার্যালয়ে ঢুকবে। সচিবালয়ের সামনে সামান্য বক্তৃতা সে উদ্দেশ্যেই। বক্তৃতা দীর্ঘায়িত না করে আখতারুজ্জামান বললেন, 'আমাদের সঙ্গে এমপি আছে, আছে সাবেক মন্ত্রী, মেজর জেনারেল। আমরা কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে আসিনি। সরকারকে আমরা ট্যাক্স দেই। সেই হিসাব আমাদের ঘরে আছে। সেই টাকা দিয়ে সরকার চলে। আমাদেরও অধিকার আছে শান্তিপূর্ণ মিছিল করার। ...কেউ যাতে আমাদের বাধা না দেয়।' এ কথাগুলো তিনি পুলিশকে উদ্দেশ্য করেই বলেছেন।

নেতা-কর্মীরা আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছেন প্রধান কার্যালয়ের দিকে। সামনে পুলিশ, পেছনে পুলিশের অবস্থান। সাংবাদিকরা ছুটছেন মিছিলের পাশে পাশে। সবাইকে পুলিশ বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে ঢুকতে দেয়নি। নেতারা সবাই ঢুকেছেন। কর্মীদের কয়েকজন বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন। সাংবাদিকদের যাবার সময়ও পরিচয় জানতে চাইলো পুলিশ।

১১.০০ : আওয়ামী লীগ অফিসের সামনে নেতারা বসে সিঙ্গারা খাচ্ছেন। ফুটপাতে চেয়ার পেতে বসেছেন সবাই। মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়ার কথা শুনছেন সবাই। তিনি সকালে পার্টি অফিসে চলে এসেছেন। হাজি সেলিম এসেছেন ধবধবে সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে। লালবাগের কিছু কর্মী তার সঙ্গে এসেছেন। তাদের সঙ্গে কথা বলছেন তিনি। গায়ে রোদ লাগায় নেতারা চেয়ার নিয়ে রমনা ভবনের সামনে বসতে যাচ্ছেন। তোফায়েল আহম্মেদ আর আব্দুর রাজ্জাক যাচ্ছেন একসঙ্গে। হাসতে হাসতে তোফায়েল আহম্মেদ আব্দুর রাজ্জাকের উদ্দেশে বললেন, 'আজকে তো তাও হাঁটাহাঁটি করতে পারছি। গত হরতালে তো পার্টি অফিস থেকে পুলিশ বের হতে দেয়নি।' রাজ্জাক হ্যাঁ বলে শুধু হাসলেন।

গত হরতালে পুলিশ আওয়ামী লীগ নেতাদের কার্যালয় থেকে বের হতে দেয়নি। পুলিশের অবস্থান ছিল কার্যালয়ের মুখে। আজকের হরতালে কার্যালয় নয়, বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে ব্যারিকেড দিয়েছে। সুযোগ পেয়ে তারাও হাঁটাহাঁটি করছেন। চা, বরই খাচ্ছেন। গল্প করছেন।

রাজ্জাক, তোফায়েল, আমু বসেছেন একসঙ্গে। তিনজন গল্পে মশগুল। মতিয়া চৌধুরী মহিলা নেত্রীদের সঙ্গে ফুটপাতে বসে মাইকে বাজানো গানের সঙ্গে তাল মিলাচ্ছেন। কর্মীরা তাদের সামনে দাঁড়িয়ে। একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি দেখছেন...?

'নেতাদের।'

'নেতাদের আগে দেখেননি?'

'দেখেছি। টেলিভিশনে। তখন দল ক্ষমতায় আছিলো। তারা তো পার্টি অফিসে আইতো না।'

হাকিমের কথা সত্যি। হাকিমের সামনে যেসব নেতা বসে আছেন তারা সবাই ক্ষমতাসীন অবস্থায় মন্ত্রী ছিলেন। রাস্তায় তখন তাদের নামতে হয়নি। পুলিশ দিয়ে রাস্তা খালি করে নির্বিঘ্নে চলাচল করেছেন। আশপাশে কাউকে আসতে দেননি কিংবা দেখতে চাননি। এখন সেসব নেতা কর্মীদের পাশে ফিরে এসেছেন। হাতে হাত মিলিয়ে নামছেন রাস্তায়, ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের লড়াইয়ে। হাকিমরাও জানেন, আবার দল ক্ষমতায় গেলে তাদের দেখা এখানে, এভাবে পাওয়া অসম্ভব। তাই দেখে নিচ্ছেন তাদের। হাকিম বলেন, 'নেতারা নিজ মুখে কিছু কইলে ফেলতে পারি না। সব ভুইল্যা যাই।'

১১.৪৫ : রমনা ভবনের সামনে রিকশা থেকে একটি মেয়ে নামার সঙ্গে সঙ্গে দু'জন মহিলা পুলিশ তার দুপাশে এসে দাঁড়ালো।

ফটো সাংবাদিকরা কিছু ঘটার আশঙ্কায় দৌড়ে এলেন। কয়েকজন ক্যামেরায় ক্লিক করলেন। একজন পুলিশ কর্মকর্তা এসে চিৎকার করে বললেন, 'কি দেখছো... গাড়িতে নিয়ে বসাও।'

মেয়েটিকে কেন পুলিশ ধরেছে? মেয়েটির পরিচয় কি কেউ জানে না? আওয়ামী লীগ নেতারা খবর পেয়ে দৌড়ে এলেন। ততক্ষণে মেয়েটিকে গাড়িতে নিয়ে বসানো হয়েছে। সাংবাদিকরা সবাই মেয়েটির উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলছে, 'আপনার নাম কি? নামটা বলে যান।' পুলিশ আর অপেক্ষা করেনি। গাড়ি নিয়ে ছুটেছে গোলাপশাহ মাজারের দিকে।

মেয়েটির পরিচয় পাওয়া গেছে। তিনি ছাত্রলীগ নেত্রী। নাম নূপুর। একজন নেতা বললেন, 'পুলিশ কেন ধরেছে আমরা জানি না। আর আমাদের নেতাদের ধরার জন্য এ সরকারের কোনো কারণ লাগে না। আওয়ামী লীগ করে, এটাই যথেষ্ট।'

১২.০০ : মতিঝিল থেকে আসা একটি ছোট মিছিলের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক আসাদুজ্জামান নূর ও মাহমুদুর রহমান মান্না। মিছিলটি বঙ্গবন্ধু এভিনিউর কাছাকাছি আসার পর পুলিশ বাধা দেয়। কেন্দ্রীয় নেতারা কার্যালয়ে যেতে চাইছেন। আসাদুজ্জামান নূরকে দেখে পুলিশ তেমন আর বাধা দেয়নি। কিন্তু কর্মীরা ঢুকতে পারছে না। ডিবি'র সহকারী পুলিশ কমিশনার আশরাফুজ্জামানের সঙ্গে কথা বলছেন আসাদুজ্জামান নূর। নূর অনুরোধ করছেন, কর্মীদের যাতে ভেতরে ঢুকতে দেয়া হয়। ব্যারিকেডের কোনায় কর্মীরা ভিড় করছে। ঠেলাঠেলিতে কয়েকজন ভেতরে ঢুকে গেছে। সেটা নিয়েই চেচাচ্ছেন ডিবি কর্মকর্তা আশরাফ। আসাদুজ্জামান নূরকে দেখার জন্য রাস্তায় পথচারীরা দাঁড়িয়ে। পুলিশের বাড়তি দায়িত্ব পড়েছে তাদের সরিয়ে দেয়া।

১২.৩০ : পল্টনের মোড় খালি পড়ে আছে। পিকেটাররা নেই। আছে পুলিশ বাহিনী। সবাই মনে করেছে আজকের হরতাল হবে টান টান উত্তেজনার। পুলিশ মারমুখি হবে এ ধারণাই করেছিল সবাই। কিন্তু পুলিশের ভূমিকা এখনও সেরকম হয়ে ওঠেনি।

শুধু বঙ্গবন্ধু এভিনিউর আশপাশে পুলিশ বেশ সতর্ক। আওয়ামী লীগ কর্মীরা চাইলেও ভেতরে ঢুকতে পারবে না। কর্মীর সংখ্যাও একেবারে কম। তাই মিছিল হবার সম্ভাবনাও নেই। কেন্দ্রীয় নেতারা বসে এখনও গল্প করছেন।

আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ ব্যারিকেডের পাশে এসেছেন সঙ্গে আরো দু'জন নেতা নিয়ে। কোনায় বসে দু'জন কনস্টেবল। তাদের উদ্দেশে জিজ্ঞাসা করলেন...

: কোথায় যাবেন?

: ভেতরে কেন?

নেত্রীদের সাথে বসে আছেন মতিয়া চৌধুরী

: আমি আওয়ামী লীগের সেন্ট্রাল লিডার।

: ভেতরে যেতে নিষেধ আছে।

: আমি আমার পার্টির অফিসে যেতে পারবো না, এটা তো কোনো গণতান্ত্রিক কথা না। দেখি আমাকে ঢুকতে দেন...

: না, যেতে পারবেন না।

: আপনার অফিসারকে ডাকেন।

ঘটনাস্থলে এসে হাজির হলেন সহকারী পুলিশ কমিশনার আশরাফুজ্জামান। চেয়ার ছেড়ে উঠে এসেছেন আব্দুর রাজ্জাক। পুলিশ কর্মকর্তার উদ্দেশে তিনি বলেন...

: কি ব্যাপার আশরাফ... আব্দুল্লাহ তো আমাদের লিডার। ওকে ঢুকতে দেন।

: না স্যার। এখন ঢুকতে দেয়া যাবে না। ওপরের নিষেধ আছে। আর একটু আগে আপনারা মিছিল নিয়ে ঢুকেছেন। ওইটার জবাব দিতে দিতেই আমাদের অবস্থা খারাপ।

: এখানেও যা, ঐ পার্টি অফিসের সামনেও তা। দেন ঢুকতে দেন।

: না, স্যার। আমি পারবো না। প্লিজ আমাকে মাফ করেন। আমি যেতে দিতে পারবো না।

: আরে কোনো অসুবিধা হবে না। শুধু একজনই তো।

: সেই একই কথা। বিচার মানি তালগাছ আমার।

এমন সময় আবদুল্লাহ বলে ওঠে...

: তাল গাছ, বাল গাছ সবই তো এখন আপনাদের।

আশরাফ চেঁচিয়ে বলে উঠলেন...

: কি বললেন আপনি?

: বললাম, তাল গাছ, বেল গাছ সবই এখন আপনাদের।

: না। এর আগে কি বললেন? আপনি তো রাস্তার ভাষা ব্যবহার করেছেন।

না। না। আমি তো বেল গাছ বলেছি। আশরাফ চলে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন আবদুল্লাহকে যাতে ঢুকতে দেয়া না হয়। সুযোগ না পেয়ে আবদুল্লাহ ছুটলেন রাসেল স্কোয়ারের দিকে।

আব্দুর রাজ্জাক, আসাদুজ্জামান নূর, মাহমুদুর রহমান মান্নাও সেই পথ ধরলেন। হরতাল ডাকলেও তারা রাসেল স্কোয়ারে গেলেন সিএনজি করে।

১.৩০ : আওয়ামী লীগের সংসদীয় দল সংসদ ভবন থেকে রাসেল স্কোয়ারের উদ্দেশে একটি মিছিল বের করে। মিছিলে নেতৃত্ব দেন বিরোধীদলীয় উপনেতা অ্যাডভোকেট আব্দুল হামিদ। চিফ হুইপ উপাধ্যক্ষ আব্দুস শহীদ, মোহাম্মদ নাসিম এমপি, শাহজাহান খান এমপি, মির্জা আজম এমপিসহ আরো কয়েকজন এমপি ছিলেন।

তারা এখন রাসেল স্কোয়ারে বসে সমাবেশ করছে। অল্প কয়েকজন কর্মী রয়েছে চারপাশে। পুলিশ দাঁড়িয়ে সমাবেশ ঘিরে। কড়া রোদে তারা বসেছেন রাস্তার ওপরে। সাংবাদিকরা ফুটপাতে ছায়ায় দাঁড়িয়ে। একে একে নেতারা বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছেন। সবারই মূল বক্তব্য হচ্ছে, 'এ সরকার ব্যর্থ। এখনই পদত্যাগ করা উচিত।'

২.৩০ : বঙ্গবন্ধু এভিনিউ এখন ফাঁকা। পুলিশদের অলস সময় কাটছে। নেতারা গিয়েছেন দুপুরের খাবার খেতে। কয়েকজন কর্মী এলোমেলো ঘোরাঘুরি করছে।

৪.০০ : দু-একজন নেতা লাঞ্চ করে ফিরে এলেও অন্যরা আসেননি। জানা গেল, আজকে আর মিছিল কিংবা কর্মসূচি নেই। মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া বসে গল্প করছেন নেতাদের সঙ্গে। হাজী সেলিম এসে বসেছেন তাদের সঙ্গে।

৪.৩০ : রাস্তায় যানবাহনের সংখ্যা বেড়েই চলছে। সঙ্গে মানুষের যাতায়াত। পুলিশের ডিউটি এখনো থামেনি। তারা যাবে ৬টায় হরতাল শেষ হবার দু' ঘন্টা পর।